দৈনিক ইনকিলাব

103

তারিখ JUL 20 1999
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

সব দ্বীনি প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা এই অবস্থায় মন্দ কি?

এ এস এম তোফায়েল আবসার ভূঁইয়া

সম্প্রতি সরকার দেশের প্রায় ৪ (চার) হাজার মাদ্রাসা তথা দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন। আমিও মনে করি সরকারের এই সিদ্ধান্ত মন্দ নয়। অনেক ভাই হয়তো আমাকে মুরতাদ বলে গালি দিচ্ছেন, অনেকে হয়তো আমার ফাঁসিও চাইবেন। কিন্তু যে যা দাবী করবেন করেন, আমি সত্য কথা বলব। এবার আমি বলতে চাই কেন আমার এই উদ্ভট (আলেম সমাজের মতে) দাবী। আমাদের দেশের আলেম সমাজের মধ্যে অনেক বিভেদ অনেক মত-পার্থক্য। যদি তাদের মধ্যে এতই মত-পার্থক্য থাকে তাহলে দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আর লাভ কি? অথচ এইসব আলেম সমাজকে একত্র করার জন্য কয়েকটি ইসলামী দল প্রাণপণ চেষ্টা করছে। এই তথ্য জানতে পারলাম চট্টগ্রামের বাংলাবাজার ১ নং জামে মসজিদের খতীব হযরত মাওলানা মোঃ আব্দুল লতিফের (রহিমাহুল্লাহ) মাধ্যমে। বিশেষত গত '৯৭ সালের ৩০ ডিসেম্বর চট্টগ্রামের প্যারেড ময়দানে রাত ১০টায় বিশিষ্ট মুফাচ্ছিরে কোরআন, সুললিত কণ্ঠের অধিকারী হযরত মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এমপি সমস্ত আলেম সমাজকে একই মঞ্চে আসার জন্য পায়ে ধরেছেন। তারপরও আলেম সমাজের কোন চেতনা নেই। আলেম সমাজের চেতনা না আসলে আমাদের অবস্থা আফগানের মত হয়ে যাবে। আফগানেও আলেমদের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল। যখন আফগানিস্তান রাশিয়ার আগ্রাসনের শিকার হল, তখন আলেম সমাজ গভীর অরণ্যে গিয়ে একত্র হন এবং নিজেদের মধ্যকার মতভেদ ভুলে গিয়ে একই মঞ্চে অন্তর্ভুক্ত হয়ে জিহাদ করে রাশিয়াকে আফগানের মাটি থেকে চিরতরে বিদায় করে দেন। আমাদের দেশেও ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে সমস্ত ইসলামী দলকে এক হতে হবে। জামায়াতের সাথে অন্যান্য ইসলামী দল এক হতে চায় না। কারণ, তারা জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মওদুদীকে পছন্দ করেন না। মাওলানা মওদুদীকে পছন্দ না করলে না করেন; কিন্তু একতাবদ্ধ হতে দোষ কোথায়? জামায়াত কি আপনাদের এ রকম শর্ত দিয়েছে যে, জামায়াতের সাথে ঐক্য করতে হলে অবশ্যই মাওলানা মওদুদীকে পছন্দ করতে হবে? অথবা তারা কি একথা বলেছে, মওদুদীর সব কথা ওহী? বরং আমি যতদূর জানি জামায়াতের মতামত হল রাসূল (সাঃ) সাহাবীদের মতামত এবং মাওলানা মওদুদীর মতের সাথে যেখানে ভিন্নতা সেখানে অবশ্যই রাসূল (সাঃ)-এর মতকে প্রাধান্য দেয়া। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের একতাবদ্ধ হওয়ার জন্য ডাক দিয়েছেন। আল্লাহপাক বলেন, "ওয়া তাছিমু বিহাবলিল্লাহি জামিয়া'ও ওয়ালা তাফাররা। তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধর পরস্পর বিছিন্ন হইওনা।" যদি আপনাদের দলাদলির কারণে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন কায়েম না হয়, তাহলে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কাল কেয়ামতের ময়দানে আপনাদের আসামী করে মামলা দায়ের করবেন। শুনুন আল্লাহর ভাষায়- 'ওয়া কালার রসুলু ইয়া রব্বি ইন্না কাওমিত তাখাজু হাজাল কুরআনা মাহজুরা।' রাসূল (সাঃ) বলবেন, হে আমার রব, আমার এই জাতি কুরআনকে সাধারণ কিতাব হিসেবে গ্রহণ করেছে।

আপনারা আলেম সমাজ ঐক্যবদ্ধ না হলে এবং ইসলামের শত্রু ভারতের দালাল ও আমেরিকার পা'চাটা কুকুররা শক্তিশালী হলে সব ইসলামপন্থীদের ধরে ধরে হত্যা করবে; তারা এটা দেখবে না কে কড়া সুন্নী, কে মিঠা সুন্নী, কে ওহাবী, কে মওদুদীবাদী, কে দেওবন্দী, কে পটিয়া, কে হাটহাজারী, কে তাবলীগী। এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার আগে আমিও শ্রদ্ধেয় আলেম সমাজের পায়ে ধরি, আপনারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতপার্থক্য পরিহার করে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন কায়েমে ঐক্যবদ্ধ হোন। যদি আপনারা তা না পারেন, তাহলে সরকারকে অনুরোধ করব দেশের সমস্ত দ্বীনি প্রতিষ্ঠানে তালা লাগানোর জন্য, তালা লাগালেই হয়তো আপনাদের চেতনা হবে।